সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১১

তারাশঙ্কর তর্করত্ন
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১১

তারাশঙ্কর তর্করত্ন
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

তারাশঙ্কর তর্করত্ন
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

চৈত্র ১৩৪৮

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

২·২—২৮।৩।১৯৪২

তারাশঙ্কর তর্করত্ন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলা দেশের ছাত্রসমাজ তারাশঙ্কর তর্করত্নের নামের সহিত বিশেষ পরিচিত না হইলেও তাঁহার রচিত 'কাদম্বরী'র সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিংশ শতাব্দী আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সে পরিচয়ের সূত্রটুকুও ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অথচ এই তারাশঙ্করের প্রভাব এক দিন বঙ্কিমচন্দ্রও বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাংলা ভাষার এক প্রান্তে তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী' এবং অন্য প্রান্তে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'। সুতরাং বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্করের স্থান আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।

ছাত্র-জীবন

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নদীয়া জেলার কাঁচকুলি গ্রামে তারাশঙ্করের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

তারাশঙ্কর কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে ১৩ বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় তিনি একবার কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া রবার্ট কাস্ট্‌ সাহেব-প্রদত্ত ৫০৲ টাকার পুরস্কার লাভ

করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয় ২১ নবেম্বর ১৮৪৫ তারিখে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। এই পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে পরীক্ষক জি. টি. মার্শেল শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লিখিয়াছিলেন :—

F. J. Mouat, Esq.

Secy. to the Council of Education.

Sir,

I have the honor to report for the information of the Council that on the 21 Nov. I examined 10 candidates for the Annual Prize of 50 Rupees given by Mr. [R. N.] Cust to be awarded to the author of the best Sanscrit Poetical Essay.

The subject proposed by me was "What are the advantages and disadvantages of a Town and Country Life and which of the two deserves the preference ?"

Only two of the candidates, Tarasunker and Srish Chunder gave in the prescribed number of verses namely 25. I am of opinion that the Essay of Tarasunker deserves the Prize...

College of Fort William
27 Decr. 1845.

I have the etc.
Sd. G. T. Marshall

১৮৫১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তারাশঙ্কর সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠান হইতে যে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অনুলিপি দিতেছি :—

No. 150

Government Sanscrit College of Calcutta.

We hereby certify that Tarasankar Tarkaratna has attended at the Sanscrit College for thirteen years and studied the following branches of Sanscrit Literature—Grammar, Belles-lettres, Rhetoric, Mathematics, Law and Logic, that he has attained eminent proficiency on the subject of these studies ; that he has made fair progress in the English Language and Literature ; and

that his conduct has been perfectly satisfactory. At the time of leaving the College he held a Senior Scholarship six years.

Fort William
The 9th January 1852.

James Wm. Colville
President, Council of Education.
F. J. Mouat
Secretary, Council of Education
Eshwar Chandra Sharma
Principal.

চাকুরী-জীবন

সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ

কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হইলে সংস্কৃত কলেজে পুস্তকাধ্যক্ষের পদ শূন্য হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই পদে তারাশঙ্করকে সুপারিশ করিয়া ১০ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে যে পত্র লেখেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

...Tarasankar Sharma be appointed to succeed Pundit Kasinath Tarkapanchanan.

Tarasankar is one of the most distinguished students of the Institution. He left the college in September last completing the full period allowed for study. He held a senior scholarship of the first class for five years and, for the last three years successively, kept the first place in the General list. His character is unexceptionable. In addition to his eminent proficiency in Sanscrit, he possesses a fair knowledge of English literature. When, in June last, the overcrowded state of the Grammar classes required a subdivision of the pupils he was temporarily appointed to take charge of a class and discharged his duties very satisfactorily. Of all the ex-students of the Institution, who are still employed, he is decidedly the best. If the Council be pleased to

appoint Tarasankar to the Librarian's post I shall derive great assistance from him.

তারাশঙ্কর ১২ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখ হইতে মাসিক ৩০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৪ মে ১৮৫৫ তারিখ পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

নদীয়ার সাব্-ইন্স্পেক্টর

১ মে ১৮৫৫ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদ ছাড়া, দক্ষিণ-বঙ্গের অ্যাসিস্টাণ্ট ইন্স্পেক্টর-অব-স্কুল্স-এর পদ লাভ করেন। শহরে ও গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শন জন্য তাঁহাকে কয়েক জন সাব্-ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। তারাশঙ্করকে তিনি নদীয়ার সাব্-ইন্স্পেক্টর নির্ব্বাচিত করেন। সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া, তারাশঙ্কর মাসিক ১০০৲ বেতনে এই পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার স্থলে সংস্কৃত কলেজে পরবর্ত্তী ১৫ই জুন হইতে জগন্মোহন শর্ম্মা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থাবলী

তারাশঙ্কর যে কয়খানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত মন্তব্য-সহ নিম্নে তাহার তালিকা দিতেছি।

১। **ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা**। ইং ১৮৫০।

এই পুস্তিকাখানি প্রথমে হেয়ার-পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা হিসাবে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ৭ নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র লেখেন :—

> স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক পুস্তক।—শ্রীযুত তারাশঙ্কর শর্ম্মা পণ্ডিত মহাশয় ডেবিড হিয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সভায় দত্ত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব রচনা

করিয়া গত বৎসব শত মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছেন এবং উক্ত সভা-হইতে তাঁহার সেই রচনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে উক্ত পুস্তকের এক খণ্ড এপর্য্যন্ত অস্মদাদির হস্তগত না হওয়াতে আমরা তদ্বিষয়ে আপনারদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারি নাই সংপ্রতি জনৈক বন্ধুর দ্বারা তাহার এক খানি পাওয়াতে পাঠ করিয়া দেখিলাম পণ্ডিত মহাশয় এতদ্দেশীয় অবলাদিগের সকল প্রকাব অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহারদের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে শাস্ত্র ও প্রাচীন ব্যবহার প্রমাণ দর্শাইয়া শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক ইহা সংস্থাপন করিয়াছেন।…

১৮৫১ সালে এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ৫৮) প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে ইহার এক খণ্ড আছে।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ এই পুস্তিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

পয়ঃপান দ্বাবা পিপাসা শান্তি হইলে যে প্রকার আনন্দ হয় চির বিযুক্ত মিত্র মিলন দ্বারা যে রূপ হৃদয়ে সুখ ধারা বর্ষণ করে নিবিড ঘন ঘটায় ঘোবতর অন্ধকাবাচ্ছন্ন রজনীতে রাজমার্গে আলোক অবলোকন কবিয়া যে রূপ চিত্ত হর্ষে পুলকিত হয় তদ্রূপ বিদ্যামৃত অজ্ঞান তৃষ্ণা নষ্ট কবিয়া হৃদয়কে হৃষ্ট ও প্রফুল্ল কবে। সেই বিদ্যামৃত পান কবিলে স্ত্রী লোকেরা সুখী হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? ববং আবও পুরুষদিগের অশেষ ক্লেশ নিবাবণ হইবাব সম্ভাবনা। বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষীয় পুরুষদিগেব সংসারের অশেষ দুঃখ সম্ভোগ করিতে হয়। প্রথমতঃ ধনোপার্জ্জন ধন রক্ষণ ও ধন বর্দ্ধনের চিন্তা দ্বিতীয়তঃ তাহার সুনিয়মে ব্যয় তাবৎ চিন্তাই পুরুষদিগকে কবিতে হয়। কি কহিব কোন স্থানে এক খানি পত্র লিখিতে হইলে পুরুষেব উপাসনা ব্যতিরেকে তাহা সম্পন্ন হয় না। কোন গৃহস্থ বিদেশে গমন করিতে বাধিত হইলে তাঁহার অগ্রে

এই ভাবনা উপস্থিত হয় বাটীতে কে থাকিবে ও কি রূপে গৃহ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের জমিদারি অথবা বাণিজ্য কিম্বা লাভ সংক্রান্ত ব্যাপার থাকে তাঁহাদিগেব পুরুষ ব্যতিবেকে কোন প্রকারে চলে না। তদ্বিষয়ক লেখা পড়া ও হিসাব আমাদিগেব অভাগা স্ত্রী লোকেবা, কিছুই জানে না তাহারা প্রায় এক কুড়ি দশ টাকা বই ত্রিশ টাকা কহিতে জানে না সুতরাং অনেক স্থানে শুনিয়াছি ও দেখিতেছি যোষিদগণের হস্তে তাবৎ বিষয় কর্ম্মের ভার অর্পিত হইলে তাহা শীঘ্র বিনষ্ট হয়। দুষ্ট লোকেবা প্রলোভ দেখাইয়া, বা অপব উপায় দ্বাবা তাহাব বিষয় হস্তগত করে। ফলতঃ এতদ্দেশীয় স্ত্রী জনকে প্রতাবণা করা অতি সহজ। কিন্তু তাহাবা লেখা পড়া জানিলে বিষয় বক্ষণাবেক্ষণ করিতে সক্ষম হয় ও তদ্বিষয়ক সকল লেখা পড়া বুঝিতে এবং বুঝাইতে পাবে। বাণী ভবানী যদি বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস না করিতেন তবে তাঁহাব স্বামি মবণানন্তব কখন তাবৎ বিষয় বক্ষা করিতে পাবিতেন না ও সকলের নিকট প্রতিষ্ঠা এবং সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইতেন না। বাণী ভবানীর এতাদৃশী কীর্ত্তি যে বাঙ্গলায় অদ্যাপি সকল লোকে তাঁহাব নাম স্মবণ করিতেছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহার পতির নাম অল্প লোকে অবগত আছে। শাস্ত্রকাবেবাও ধন রক্ষণ ও ধন ব্যয়েব ভার স্ত্রী লোকের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। —২য় সংস্করণ, পৃ. ৩১-৩৩।

২। **পশ্বাবলী।** ইং ১৮৫২। পৃ. ১৭২।

এই পুস্তকখানি প্রথমে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে লসন্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও পীয়র্স কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তারাশঙ্কর কর্ত্তৃক আমূল পুনর্লিখিত হইয়া, এই পুস্তকের একটি সংস্করণ কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি কর্ত্তৃক ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির ১৬শ কার্য্যবিবরণে (পৃ. ১) প্রকাশ :—

The new edition of Lawson's Animal Biography, in Bengali, re-written by Pandit Tarasankar, appeared in June last,...

৩। **কাদম্বরী**। ইং ১৮৫৪। পৃ. ১৯২।

KADAMBARI / Bengali / By / Tara Shankar Sharma / Calcutta / Printed at the Sanscrit Press / 1854. /

কাদম্বরী। / বাঙ্গালা অনুবাদ / শ্রীতারাশঙ্কর শর্ম্ম প্রণীত। / কলিকাতা / সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। / সংবৎ ১৯১১। /

গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—

সংস্কৃত ভাষায় কাদম্বরীনামে যে মনোহব গদ্যগ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে তাহা অবলম্বন করিযা এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহা ঐ গ্রন্থেব অবিকল অনুবাদ নহে। গল্পটী মাত্র অবিকল পবিগৃহীত হইয়াছে। বর্ণনাব অনেক অংশ পরিত্যাগ কবা গিয়াছে।···কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয় ৩ আশ্বিন সংবৎ ১৯১১

গঙ্গাচরণ সরকার 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে বক্তৃতা' (ইং ১৮৮০) পুস্তিকায় তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী'-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

বিদ্যাসাগব মহাশয়েব বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জীবন-চবিতেব পব পণ্ডিতবব শ্রীযুক্ত তাবাশঙ্কব ভট্টাচার্য্য মহাশয়েব কাদম্ববী সাহিত্য সংসাবে দর্শন দিল। কাদম্ববী তো কাদম্ববী! ভাষাকে যেন ক্ষণকালেব জন্য মাতাইয়া তুলিল। যেমন শব্দেব ঘটা, তেমনি সমাসেব ছটা, তেমনি উপমার আড়ম্বব। বাঙ্গালাব জন্‌সোনিয়ান্ ভাষা। বাঙ্গালাব গদ্যছন্দে কাব্যেব উচ্ছ্বাস।—পৃ. ৬৯।

রচনার নিদর্শন :—

ভাবতবর্ষেব মধ্যস্থলে বিন্ধ্যাচলেব নিকটে এক অটবী আছে। উহাকে বিন্ধ্যাটবী কহে। ঐ অটবীব মধ্যে গোদাববী নদীর তীরে ভগবান্ অগস্ত্যেব আশ্রম ছিল। যে স্থানে ত্রেতাবতাব ভগবান্ রামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটীতে পর্ণশালা নির্ম্মাণ কবিয়া কিঞ্চিৎ কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যে স্থানে দুর্ব্বৃত্ত দশাননপ্রেরিত নিশাচর মারীচ কনকমৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক

জানকীর নিকট হইতে রামচন্দ্রকে হরণ করিয়াছিল। যে স্থানে মৈথিলীবিয়োগবিধুর রাম ও লক্ষ্মণ সাশ্রুনয়নে ও গদ্গদবচনে নানা প্রকার বিলাপ ও অনুতাপ করিয়া তত্রস্থ পশুপক্ষীদিগকেও দুঃখিত এবং বৃক্ষদিগকেও পরিতাপিত করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রমের অনতিদূরে পম্পানামক সরোবর আছে। ঐ সরোবরের পশ্চিমতীরে ভগবান্ রামচন্দ্র শরদ্বারা যে সপ্ততাল বিদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাব নিকটে এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে। বৃহৎ এক অজগর সর্প সর্ব্বদা ঐ বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টন কবিয়া থাকাতে, বোধ হয় যেন, আলবাল রহিয়াছে। উহার শাখা প্রশাখা সকল এরূপ উন্নত ও বিস্তৃত, বোধ হয় যেন, হস্ত-প্রসাবণ পূর্ব্বক গগনমণ্ডলেব দৈর্ঘ্য পবিমাণ কবিতে উঠিতেছে। স্কন্ধদেশ এরূপ উচ্চ, বোধ হয় যেন, একবাবে পৃথিবীব চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিবাব আশয়ে মুখ বাড়াইতেছে। ঐ তরুর কোটবে, শাখাগ্রে, স্কন্ধদেশে ও বল্কলবিবরে কুলায় নির্ম্মাণ কবিয়া শুক শারিকা প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ সুখে বাস কবে। তরু অতিশয় প্রাচীন সুতরাং বিরলপল্লব হইয়াও পক্ষিশাবকদিগের দিবানিশি অবস্থিতি প্রযুক্ত সর্ব্বদা নিবিড়-পল্লবাকীর্ণ বোধ হয়। কোন কোন পক্ষিশাবকেব পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই তাহাদিগকে ঐ বৃক্ষের ফল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। পক্ষীবা রাত্রিকালে বৃক্ষকোটরে আপন আপন নীড়ে নিদ্রা যায়। প্রভাত হইলে আহাবেব অন্বেষণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনমার্গে উড্ডীন হয়। তৎকালে বোধ হয় যেন, হরিদ্বর্ণদূর্ব্বাদলপবিপূর্ণ ক্ষেত্র আকাশমার্গ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা দিগ্‌দিগন্তে গমন করিয়া আহাবদ্রব্য অন্বেষণপূর্ব্বক আপনারা ভোজন করে এবং শাবকদিগের নিমিত্ত চঞ্চুপুটে কবিয়া খাদ্য সামগ্রী আনে ও যত্নপূর্ব্বক আহার করাইয়া দেয়।—৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৫-৭।

সদ্বংশে জন্মিলেই যে, সৎ ও বিনীত হয় এ কথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরাভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয় উহার কি দাহশক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই

উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকবের কিবণ কি স্ফটিকমণির ন্যায় মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পাবে? সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্রসম্ভূত রত্ন। উহা শবীবের বৈরূপ্য প্রভৃতি জবার কার্য্য প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্যশালীকে উপদেশ দেয় এমন লোক অতি বিরল। যেমন গিরিগুহার নিকটে শব্দ কবিলে প্রতিশব্দ হয়; সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মুখে প্রভুবাক্যর প্রতিধ্বনি হইতে থাকে; অর্থাৎ প্রভু যাহা কহেন পারিষদেরা তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করে। প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কথাও পাবিষদ দিগের নিকট সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয়, এবং সেই কথাব পুনঃ পুনঃ উল্লেখ কবিয়া তাহারা প্রভুর কতই প্রশংসা কবিতে থাকে। তাঁহাব কথাব বিপবীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি কোন সাহসিক পুরুষ ভয় পবিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা অন্যায় ও অযুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া দেন তথাপি তাহা গ্রাহ্য হয় না। প্রভু সে সময় বধির হন অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্মমতের বিপরীতবাদীর অপমান কবেন। অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কাব ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়।—৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৪৫-৪৬।

৪। **রাসেলাস**। ইং ১৮৫৭। পৃ. ৮+২৪২।

RASSELAS / A Free Translation / by / Tara Shankar Tarkaratna. / রাসেলাস। / Calcutta: / The Sanskrit Press. / College Square No. 1. / Printed And Published / By / Hurish Chandra Tarkalankar 1857

পুস্তকে গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপন"-এর তারিখ—"কলিকাতা। সংস্কৃত-কালেজ। ২৫ এ ভাদ্র। সংবৎ ১৯১৪।"

"ইঙ্গরেজী ভাষায় জনসন প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ রাসেলাস গ্রন্থ অবলম্বন

করিয়া এই পুস্তক লিখিত···ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে।” রচনার নিদর্শন হিসাবে এই পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

> তাঁহারা প্রভাতে উঠিতেন, আমোদ প্রমোদ করিতেন, রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যাইতেন। বাসেলাস ব্যতিবিক্ত আব সকলেই এই অবস্থায় সুখী ও সন্তুষ্টচিত্ত ছিলেন। এবং আমোদ আহ্লাদে কাল ক্ষেপ করিতেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাসেলাসেব মনে অসন্তোষেব উদয় হইল। যেখানে আমোদ প্রমোদ হইত, যেখানে পাঁচজন আসিয়া একত্র বসিত, তিনি আর তথায় যাইতে ভাল বাসিতেন না। তিনি নির্জ্জনে বসিতেন, নির্জ্জনে বেড়াইতেন, মনে মনে সর্ব্বদাই নানাপ্রকার চিন্তা করিতেন। চিন্তায় এরূপ মনোনিবেশ করিতেন যে, ভোজনেব সময় নানাবিধ সুখাদ্য সামগ্রী সম্মুখে থাকিত তিনি খাইতে বিস্মৃত হইতেন। কখন কখন তানলয়বিশুদ্ধ সুস্বর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে অমনি উঠিতেন ও নির্জ্জন প্রদেশে চলিয়া যাইতেন। তাঁহাব ভাবের পরিবর্ত্ত দেখিয়া সঙ্গিগণ তাঁহাকে নানাপ্রকার বুঝাইত এবং পুনর্ব্বার আমোদ প্রমোদে তাঁহার প্রীতি জন্মাইবার যথেষ্ট চেষ্টা পাইত; কিন্তু তিনি তাহাদিগের প্রবোধবাক্য ও সাদব সম্ভাষণ অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিদিন নদীতীবে উপস্থিত হইতেন, তরুতলের ছায়ায় বসিয়া, কখন বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পক্ষিগণের মধুর কলরব শুনিতেন, কখন বা জলে মৎস্য সকল সাঁতাব দিয়া ক্রীডা কৌতুক করিত দেখিতেন, কখন বা হঠাৎ মাঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, চতুর্দ্দিকে পশু সকল চরিতেছে, কোন কোন পশু শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কেহ বা ঘাস খাইতেছে, কেহ বা দৌড়িতেছে, নিমেষশূন্য লোচনে অবলোকন কবিতেন।—৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৮-১৯।

কবি হইবার মানসে নূতন প্রণালীক্রমে সকল বস্তু দেখিতে লাগিলাম। অর্থাৎ সকল বিষয়েই ক্রমশঃ মনঃসংযোগ হইতে আরম্ভ

হইল। তদবধি কোন বিষয়েই অনাদর করিতাম না। পর্ব্বতে পর্ব্বতে আরোহণ করিতাম, বনে বনে ভ্রমণ করিতাম। মনোযোগ পূর্ব্বক সকল বস্তু দেখিতাম। বনের সমুদায় বৃক্ষ, উদ্যানের সমুদায় লতা, গিরিগর্ভজাত সমুদায় কুসুম, আমার চিত্তপটে সর্ব্বদা চিত্রিত থাকিত। পর্ব্বতের ভগ্ন প্রস্তর ও প্রাসাদের উন্নত চূড়া সমান মনোযোগ পূর্ব্বক অবলোকন কবিতাম। কখন বক্রগামী গিরিনদীব তীরে তীরে ভ্রমণ করিতাম, কখন বা নিদাঘকালীন মেঘমণ্ডলীর নানাপ্রকারে পরীবর্ত্ত দেখিতাম। কবিদিগের কিছুই অনাবশ্যক হয় না। তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া মনে যাহা সঞ্চিত করিয়া রাখেন, সমুদায়ই কাজে লাগে। কি সুন্দর, কি ভয়ঙ্কর বস্তু সমুদায়ই তাঁহাদিগের মনোমধ্যে জাগরিত থাকা আবশ্যক। যাহা দেখিলে ভয় ও বিস্ময় জন্মে এরূপ বৃহৎ বস্তু এবং যাহা দেখিলে প্রীতি জন্মে এমন ক্ষুদ্র বস্তু, সকলই তাঁহাদিগকে স্মৃতিপথে উপস্থাপিত করিয়া রাখিতে হয়। উদ্যানের তরু, লতা, অরণ্যের পশু, ভূগর্ত্তস্থিত ধাতু, আকাশের উল্কা সমুদায় তাঁহাদিগের মনে নিরন্তর সঞ্চিত থাকা আবশ্যক। কারণ, নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাব সকল উজ্জ্বল বেশ ভূষায় ভূষিত ও নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ় কবিবার নিমিত্ত, সমুদায় জ্ঞানেরই প্রয়োজন হয়। যিনি অধিক জানিতে পারিয়াছেন তিনি অসামান্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ও নানাবিধ সদুপদেশ দিয়া আপন বর্ণনাকে অলঙ্কৃত এবং পাঠকবর্গকে সৎপথে আনীত ও সন্তুষ্ট করিতে পাবেন।—৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৫৭-৫৮।

মৃত্যু

তারাশঙ্করের সঠিক মৃত্যুকাল জানা যায় নাই। তবে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'কাদম্বরী'র ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখনও তিনি জীবিত। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-রিপোর্টের

শেষে, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬০ তারিখে বিদ্যমান শিক্ষা-বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা আছে; এই তালিকায় তারাশঙ্করের নাম পাওয়া যাইতেছে না; সম্ভবতঃ তিনি ইহার পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর অল্পায়ু ছিলেন। কিন্তু এই স্বল্পকালের জীবনেই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে বাংলা দেশের সংবাদপত্র-জগতে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। তত দিন পর্য্যন্ত বাংলা সংবাদপত্রে নিষ্ঠা, শুচিতা ও প্রাঞ্জলতার অভাব ছিল। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ঐকান্তিক যত্ন, চেষ্টা ও সাধনায় মূলতঃ এই সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। বাংলা সংবাদপত্রকে নির্ভরযোগ্য রাজনীতির ও সমাজ-সংস্কারনীতির বাহন করিয়া তিনি বাংলা দেশের জনসাধারণের চেতনা ঐ সকল বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁহার ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ওজস্বিতার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্রের অন্যতম প্রধান ধর্ম্ম, কুৎসিত দলাদলি ও পরস্পর কর্দ্দম নিক্ষেপকে বিষবৎ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। শুভ্রশুচিতামণ্ডিত হইয়া তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা অচিরাৎ বাংলা দেশে আদর্শ সংবাদপত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ঐ পত্রে সাহিত্য-সমালোচনাগুলিরও বৈশিষ্ট্য ছিল। 'সোমপ্রকাশে'র নামের সহিত জড়িত হইয়া পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নাম বাংলা-সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইয়া আছে।

বাল্যজীবন

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তকে মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে, চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে, দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মকাল বৈশাখ মাস, ১৮২০ সাল। তাঁহাব পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ন্যায়রত্ন মহাশয় কলিকাতা হাতিবাগানেব সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কাবের ছাত্র। তিনি সংস্কৃত বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়া কলিকাতাতেই টোল চতুষ্পাঠী কবিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অতিবিক্ত ছাত্রও থাকিত। অতিরিক্ত ছাত্রেব মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রামতনু লাহিড়ী মহাশয়েব নাম উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরোধেই ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রভাকর পত্রিকাব সম্পাদন বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিতেন।

দ্বারকানাথ তদানীন্তন প্রথানুসারে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে কিছুদিন পাঠ কবিয়াই স্বগ্রামস্থ একজন আত্মীয়েব চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৩২ সালেব প্রারম্ভে তাঁহার পিতা তাঁহাকে টোল চতুষ্পাঠী হইতে লইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন।—পৃ. ২৮৫-৮৬।

দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। ১২ বৎসর ৭ মাস সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলেজ ত্যাগ করেন। পর-বৎসর সংস্কৃত কলেজ হইতে তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়, তাহাতে প্রকাশ :—

...Dwarakanath Vidyabhusan...studied for twelve years seven months...Grammar, Belles-lettres, Rhetoric, Arithmetic,

Logic, Theology, Law and English...On quitting the College he held a Senior Scholarship of the first grade. He left the College in January 1844.

Fort William
1st January 1845.

দ্বারকানাথ হিন্দু-ল কমিটির প্রশংসাপত্রও লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিভাগীয় রিপোর্ট (পৃ. ৫৩) পাঠে জানা যায়, ছয় জন ছাত্রের মধ্যে একমাত্র দ্বারকানাথই হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরীক্ষক সাদার্ল্যাণ্ড সাহেব এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন :—"I have only recommended Dwarkanath for a diploma,···"

কর্ম্মজীবন

সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ নবেম্বর তারিখে নীলমাধব শর্ম্মার মৃত্যু হইলে সংস্কৃত কলেজে পুস্তকাধ্যক্ষের পদ শূন্য হয়। এই শূন্য পদে পরবর্ত্তী ১৬ই নবেম্বর হইতে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মাসিক ৩০৲ বেতনে নিযুক্ত হন।

২য় ব্যাকরণ শ্রেণীর অধ্যাপক

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি গঙ্গাধর তর্কবাগীশের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্থলে ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে ৫০৲ বেতনে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ স্থায়ী ভাবে ব্যাকরণের ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহাকে এই পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী

জি. টি. মার্শাল; শিক্ষা-পরিষদ্ তাঁহারই উপর নির্ব্বাচনের ভার দিয়াছিলেন। মার্শাল সাহেব লেখেন:—

The Second Professorship of 50 Rupees per mensem I would recommend to be given to Dwarakanath Vidyabhushan an ex-student of the Sanscrit College, who, I have been informed by Dr. Mouat, stood first on the List of Candidates lately examined for these appointments and in fact answered correctly all the questions submitted on the occasion. This last I consider a very satisfactory proof of his perfect efficiency in the particular department which he would be required to teach. In general acquirements also, I know him to be thoroughly qualified. He holds a certificate from the Hindu Law examination Committee, of eminent proficiency in Smriti or Hindu Law. He passed with great credit through the entire regular course of the College, studying every branch of Literature and Science, and quitted the institution last year at the expiry of the prescribed period, 12 years, during 2 last of which he was the head student and held one of the First Scholarships of 20 Rupees a month. This youth (his age is about 25 years) is rather in his favor for this subordinate and laborious situation. I firmly believe no other candidate can produce equal proofs of qualification and I therefore strongly recommend Dwarakanath Vidyabhushan for the vacancy.—Letter dated 2 Jany. 1845 from G. T. Marshall, to Baboo Rassomoy Dutt, Secy. to the Council of Education, Sanst. College Dept.

দ্বারকানাথ এই পদে ১৪ মে ১৮৫৫ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রিন্সিপ্যালের সহকারী

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে হইতে ৩০এ নবেম্বর পর্য্যন্ত দ্বারকানাথ প্রিন্সিপ্যালের সহকারী-রূপে মাসিক ১০০৲ বেতনে কার্য্য করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ছাড়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর নবপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ (মডেল) বঙ্গবিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধানের ভার

পড়িয়াছিল। তিনি এই সকল বিদ্যালয় পরিদর্শনে বাহির হইলে, প্রধানতঃ তাঁহার স্থলে সংস্কৃত কলেজে অস্থায়ী ভাবে কাজ চালাইবার জন্য দ্বারকানাথ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পদত্যাগ করিলে, তাঁহার স্থলে ১ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখ হইতে দ্বারকানাথ মাসিক ৯০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তাঁহাকে সুপারিশ করিয়া অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয় ৭ ডিসেম্বর তারিখে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশ্যনকে লিখিয়াছিলেন :—

> Pundit Sreeshchandra Bidyaratna Professor of Literature in the Sanscrit College having been appointed Law Officer of the Moorshidabad Circle I have the honor to recommend Pundit Dwarkanath Bidyabhushan Assistant to the Principal of the College for the Professorship. The latter Officer is a man of extensive acquirements and is in my humble opinion, fully competent to do justice to the post. He gave satisfactory proof of his abilities as a Teacher while serving as 2d Professor of Grammar previous to his present employment.

অবসর গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দ্বারকানাথ এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ

কিছু দিন হইতে দ্বারকানাথের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছিল। তিনি যথারীতি পেনশ্যনের জন্য আবেদন করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে দ্বারকানাথের পেনশ্যন মঞ্জুর হয়; তাঁহার পেনশ্যনের পরিমাণ ছিল মাসিক ৬৯।১০। সংস্কৃত কলেজে তাঁহার চাকরি হইয়াছিল—"২৮ বৎসর ৭ মাস ১৮ দিন"; পেনশ্যন-গ্রহণকালে তাঁহার বয়স—"৫৩ বৎসর

৩ মাস” ছিল। এই পেনশ্যন-সংক্রান্ত কাগজপত্রে সংস্কৃত কলেজে তাঁহার চাকুরির যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

সংস্কৃত কলেজ		আরম্ভকাল		সমাপ্তিকাল	
পুস্তকাধ্যক্ষ	৩০৲	১৬ নবেম্বর	১৮৪৪	১৩ জানুয়ারি	১৮৪৫
২য় ব্যাকরণ-অধ্যাপক	৫০৲	১৪ জানুয়ারি	১৮৪৫	১৪ মে	১৮৫৫
প্রিন্সিপ্যালের সহকারী	১০০৲	১৫ মে	১৮৫৫	৩০ নবেম্বর	১৮৫৫
সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক	৯০৲	১ ডিসেম্বর	১৮৫৫	১১ জুন	১৮৬৩
	১০০৲	১২ জুন	১৮৬৩	২৮ ফেব্রুয়ারি	১৮৬৬
	১২০৲	১ মার্চ	১৮৬৬	২৭ মে	১৮৭০
	১৫০৲	২৮ মে	১৮৭০	৯ আগষ্ট	১৮৭২
অসুস্থতানিবন্ধন ছুটি	...	১০ আগষ্ট	১৮৭২	৩১ আগষ্ট	১৮৭২
সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক	১৫০৲	১ সেপ্টেম্বর	১৮৭২	২ সেপ্টেম্বর	১৮৭২
অসুস্থতানিবন্ধন ছুটি	...	৩ সেপ্টেম্বর	১৮৭২	১৭ সেপ্টেম্বর	১৮৭২
সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক		১৮ সেপ্টেম্বর	১৮৭২	৩০ জুন	১৮৭৩

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

দ্বারকানাথ প্রাঞ্জল ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন ; ইহার অধিকাংশই স্কুলপাঠ্য। তাঁহার সময়ে সুলিখিত পাঠ্যপুস্তকের অভাব ছিল। প্রকাশকাল-সমেত এই সকল পুস্তকের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।—

১। **নীতিসার।**

‘নীতিসার’ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম ভাগ (সংবৎ ১৯১২, ৫ই চৈত্র) ও দ্বিতীয় ভাগ (পৃ. ১১৪ ; সংবৎ ১৯১৩, ১০ই বৈশাখ)

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চাঁপাতলা বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (*I. O. L. Cat.*, p. 191)।

'নীতিসার' "বালকদিগের নীতিশিক্ষার্থ" রচিত হয়। রচনার নিদর্শনস্বরূপ প্রথম ভাগ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

পাপ কর্ম্ম করিলে আজ হউক, কাল হউক, দশ দিন পরে হউক, অবশ্য তাহার ফল ভোগ কবিতে হয়। পাপেব ফল দুঃখ।

কালীব মত দুষ্ট বালক প্রায় কেহ কখন দেখে নাই। কালী লেখা পড়ায় অত্যন্ত অনাবিষ্ট ছিল। পাঠশালায় গিয়া অন্য অন্য বালকেব সহিত গল্প ও কলহ কবিত। নিজে কিছু কবিত না, অন্যকেও কিছু কবিতে দিত না। অসতেব সংসর্গ অতিশয় কদর্য্য। যে অসতের সংসর্গে থাকে, তাহার মঙ্গল হয় না। অসতেব সংসর্গে থাকিলে সতেরও স্বভাব দূষিত হইয়া যায়।

২। **রোমরাজ্যের ইতিহাস।** ইং ১৮৫৭। পৃ. ২৫০।

রোমরাজ্যের ইতিহাস লিয়োনার্ড স্মিট্‌জ ও আর্নল্ড কৃত রোমীয় ইতিহাস-হইতে সংগৃহীত কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় প্রণীত প্রথম ভাগ কলিকাতা চাঁপাতলা—বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত সন ১২৬৪ শাল মূল্য দুই টাকা

রচনার নিদর্শন :—

গ্রন্থকাবদিগেব অনেকের এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা গ্রন্থের আবম্ভে গ্রন্থের প্রয়োজন এবং প্রতিপাদ্য বলিয়া থাকেন। এই রীতি কোনরূপে নিন্দনীয় নহে। গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় কি, গ্রন্থপাঠে কি উপকার লাভ হইবে, এ কথা অগ্রে বলিয়া দিলে পাঠক গণের সমধিক উন্মুখতা এবং সাভিনিবেশ প্রবৃত্তি হইতে পারে। আমি গ্রন্থকারদিগের এই চিবাবলম্বিত প্রথার অনুগামী হইয়া প্রথমে গ্রন্থের সপ্রয়োজন অভিধেয়

নির্দ্দেশ করিতেছি। এই গ্রন্থে রোম নগরের পুরাবৃত্ত বর্ণিত হইবে। ইতিহাস পাঠ করিলে যে উপকার লাভ হয়, এই গ্রন্থ পাঠে সেই ফল অখণ্ডিতরূপে লব্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

কত প্রকারে মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে; মানুষের যত্ন ও বুদ্ধিবলে কতদূব পর্য্যন্ত হইতে পারে; মানুষের সদ্‌গুণ ও সৎকর্ম্ম দ্বারা কত ইষ্টফল এবং পাপ ও অসৎকর্ম্ম দ্বাবা কত অনিষ্ট ফল উৎপাদিত হয়; বোমরাজ্যেব ইতিহাস পাঠ করিলে এই সকল বিষয় সবিস্তর অবগত হওয়া যায়।

৩। **গ্রীসদেশের ইতিহাস।** ইং ১৮৫৭। পৃ. ৩৫৭।

গ্রীসদেশের ইতিহাস। প্রথমাবধি রোমকদিগের অধিকার পর্য্যন্ত লিয়োনার্ড স্মিজ মহোদয়ের কৃত গ্রীসদেশীয় ইতিহাস হইতে সংগৃহীত। গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালার সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক প্রণীত কলিকাতা চাঁপাতলা—বাঙ্গলা যন্ত্রে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ১২৬৪ সাল মূল্য একটাকা চারি আনা

এই পুস্তকের "বিজ্ঞাপন" অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

অতি পূর্ব্বকালে গ্রীসদেশীয়েরা সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিল। কি প্রাচীন, কি নব্য, কোন কালের কোন জাতিই বিষয়বিশেষে তাহাদিগের তুল্য উৎকর্ষ লাভ কবিতে সমর্থ হয় নাই। একদা তাহাদিগের সভ্যতা দ্বারা জগতের যথেষ্ট উপকাব সাধিত হয়। তাহাদিগের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বহুজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা জন্মে সন্দেহ নাই। অতএব তাহাদিগের ইতিহাস পাঠ করা অতিশয় আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে এই গ্রন্থ লিখিতে কহেন এবং একখানি ইংরাজী গ্রীসদেশীয় ইতিহাস আনাইয়া দেন। ঐ মহাশয় যথোচিত যত্ন ও উৎসাহ প্রদান না করিলে এই গ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রচারণ এত শীঘ্র সম্পন্ন হওয়া ভার হইত।

লিয়োনার্ড স্মিজ মহোদয় ইংরাজী ভাষায় গ্রীসদেশের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় কতকগুলি শব্দ আছে, বাঙ্গালা ভাষায় তদর্থ বোধক শব্দ নাই। সেই শব্দ গুলি নূতন সঙ্কলন করিতে হইয়াছে। সেই সকল শব্দ ও তাহার অর্থ গ্রন্থের শেষ ভাগে লিখিত হইল। শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ। ১২৬৪ সাল। ২৫ শে অগ্রহায়ণ।

৪। **সুবুদ্ধি ব্যবহার।** ইং ১৮৬০। পৃ. ৫৭।

সুবুদ্ধি ব্যবহার। শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা। চাঁপাতলা বাঙ্গলা—যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৬৭ সাল ১২ জ্যৈষ্ঠ মূল্য ।/০ আনা মাত্র।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপন" অংশ এইরূপ :—

লার্ড বেকনেব প্রণীত এডবান্সমেণ্ট অব লার্নিং নামে যে গ্রন্থ আছে বেকন তাহাতে সলোমন প্রভৃতিব কয়েকটি উপদেশ বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমি সেই গুলি অনুবাদ করিয়া সুবুদ্ধি ব্যবহাব নাম দিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত কবিলাম। এতৎ পাঠে বালকদিগেব ধর্ম্মনীতি, নীতি ও রাজনীতি জ্ঞানের সম্ভাবনা আছে।

রচনার নিদর্শন :—

"মৃদু উত্তবে ক্রোধ শান্তি হয়"।

যদি কোন রাজা অথবা প্রধান ব্যক্তি তোমাব উপবে ক্রোধ করেন, আব, তোমার কথা কহিবার সময় উপস্থিত হয়, এরূপ স্থলে সলোমন দুটি উপদেশ দিয়াছেন। প্রথম, উত্তর দান করিতে হইবে; দ্বিতীয়, সেই উত্তর নম্র ও বিনীত হইবে। প্রথম উপদেশের তিনটি তাৎপর্য্য আছে। ১, যদি তুমি চুপ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই বোধ হইতে পাবে, হয়, তোমার দোষ আছে বলিয়া তুমি উত্তর দিতে পারিতেছ না, অথবা তুমি আত্মদোষ ক্ষালন কবিবার নিমিত্ত যে ন্যায়ানুগত বাক্য কহিবে, কোপপরায়ণ প্রধান ব্যক্তি তদ্বিষয়ে কর্ণপাত করিবেন না।

প্রথম কল্পে সমুদায় দোষ তোমার স্কন্ধেই পতিত হইবে। দ্বিতীয় কল্পে প্রকারান্তরে প্রধান ব্যক্তির চরিত্রেব প্রতি দোষাবোপ কবা হইবে। ২, তুমি উত্তর দান ও আত্মদোষ ক্ষালন চেষ্টা বিষয়ে অধিক বিলম্ব করিও না; সেরূপ কবিলে লোকে বোধ কবিবে, হয়, সেই প্রধান ব্যক্তিব ক্রোধ অধিক, তুমি ভয়প্রযুক্ত উত্তব দানে সমর্থ হইতেছ না, অথবা তুমি কোন চাতুবীগর্ভ কৃত্রিম উত্তরেব সৃষ্টি করিতেছ। প্রথম কল্পে বাস্তবিক যদি প্রধান ব্যক্তির ক্রোধ অধিক না হয়, তাঁহার প্রতি অন্যায় অধিক ক্রোধেব আবোপ কবা হইবে; দ্বিতীয় কল্পে তোমাব স্বভাবেব দোষ আছে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অতএব তোমার আত্মদোষ ক্ষালনের নিমিত্ত অবিলম্বে তৎকালোচিত সবল উত্তব দান কর্ত্তব্য। ৩, যথার্থ উত্তর করিতে হইবে। কিন্তু সেই উত্তবে কেবল তোমাব অপবাধের স্বীকাব করামাত্র না হয়, সেই সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনাও যেন থাকে। কাবণ অপবাধ স্বীকাব কবিলেই সকলে ক্ষমা কবেন না; তাদৃশ সৎ উদারাশয় লোক জগতে অতি বিরল। দ্বিতীয় উপদেশের তাৎপর্য্য এই, উত্তব মৃদু ও মধুব হইলে কোপোদ্দীপন হয় না।

৫। **ভূষণসার ব্যাকরণ।** ইং ১৮৬৫। পৃ. ৫৮।

ইহা "নূতন প্রণালী অনুসারে বাঙ্গলা ব্যাকরণ"। ১ মে ১৮৬৫ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' ইহার বিজ্ঞাপন প্রথমে প্রকাশিত হয়। আমি এখনও এই পুস্তকখানি কোথাও দেখি নাই।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'রহস্য-সন্দর্ভে' (৩ পর্ব্ব, ৩২ খণ্ড, পৃ. ১২২-২৮) ইহার যে সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

ইহার প্রণেতা সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং বঙ্গীয়-সংবাদ-পত্রের সম্পাদক মধ্যে এক জন প্রধান বলিয়া গণ্য। তাঁহার ব্যবসায়ের অনুরোধে তাঁহাকে সর্ব্বদাই বাঙ্গালী রচনায় সময় ক্ষেপ করিতে হয়,

এবং নানা প্রকার বাঙ্গালী পত্রের আলোচনাও করিতে হয়। তিনি যে বাঙ্গালী ভাষার বিহিত মর্ম্মজ্ঞ হইবেন ইহা অবশ্য সম্ভাবনীয়। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশও করিয়াছেন; তথাপ্রচলিত বাঙ্গালী ব্যাকরণ-সকলের দোষাবলী বিলক্ষণরূপে আলোচনা করিয়া তেঁহ অল্পমতিদিগের উপকারার্থে প্রস্তাবিত নূতন গ্রন্থের জন্মদানে প্রবৃত্ত হন। তাহার ভূমিষ্ঠ-হওন-সময়েও দুন্দুভি-ধ্বনির কোন মতে ত্রুটি হয় নাই। লিখিত হইয়াছে "গ্রন্থকারদিগের অনেকে বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতি রীতির অনুসরণ না করিয়া সংস্কৃতের অনুসরণ করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের প্রয়াস সম্যক ফলোপধায়ী হয় নাই। যাঁহাদিগের বাঙ্গলা রীতির প্রতি সমধিক দৃষ্টি ছিল, তাঁহাদিগেরও গ্রন্থে কএকটী মারাত্মক দোষ ঘটিয়াছে। কেহ অনাবশ্যক ও বালকদিগের দুর্ব্বোধ বিষয়দ্বারা গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন; কাহার বা রচনা এমনি দুরূহ হইয়াছে যে বালকের দূরে থাকুক বৃদ্ধেরও দন্তস্ফুট করা ভার। এতদ্ভিন্ন ব্যাকরণজ্ঞেয় অনেক বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই, আর কতকগুলি বিষয়ের অযথাযথ মীমাংসা করা হইয়াছে।" অপর গ্রন্থখানি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উৎকৃষ্ট চেষ্টার ফলস্বরূপ, তন্নিবন্ধনই বোধ হয়, ইহার নাম "ভূষণসার" হইয়াছে। এই সকল বিবেচনায় আমরা এই পুস্তকের এক খানি চারি আনা মূল্যে ক্রয় করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে আমাদিগের অর্থব্যয় উপকারজনক হইয়াছে ইহা কোন মতে অনুভূত হইতেছে না; প্রত্যুত আমাদিগের প্রবিষ্টতা ক্ষমতার অভাব বশতঃই হউক বা পণ্ডিত মহাশয়ের বর্ণনার দুরূহতা বশতঃই হউক, অনেক বিষয়ে আমাদিগকে ক্ষুন্ন হইতে হইয়াছে।······

৬। **বিশ্বেশ্বর বিলাপ।** ইং ১৮৭৪। পৃ. ১০৫।

বিশ্বেশ্বর বিলাপ। বিবিধ নীতিপূর্ণ বাঙ্গলা পদ্যে কাশীর পাপ বর্ণন করিয়া পাপ হইতে বিরত হইবার উপদেশ। শ্রী দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। সোম-প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮১ সাল। মূল্য ।॰ আট আনা।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে"র অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

এখন যাবতীয় তীর্থ স্থানেরই বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তীর্থস্থান-গুলিতে পাপের যে প্রকার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। কাশী সর্ব্বপ্রধান তীর্থ স্থান, পাপও এখানে সর্ব্বপ্রধান পদ লাভ করিয়াছে। পৃথিবীতে এমন পাপ নাই এখানে যাহার নিত্য অনুষ্ঠান না হয়। সেই পাপ বর্ণন কবিয়া তাহা হইতে বিরত হইবাব উপদেশ দেওয়াই এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিশ্বেশ্বর কাশীব অধিপতি। তাঁহার মুখে পাপ গুলি বর্ণিত হইলে পাঠকগণের অধিকতব হৃদয়গ্রাহী হইবে বলিয়া গ্রন্থের বিশ্বেশ্বর বিলাপ এই নাম দেওয়া হইল।……

বাঙ্গলা ভাষার কবিতা সরল ও সহজ ভাযায় রচিত না হইলে মনোহারিণী হয় না। পূর্ব্বকার বাঙ্গলাকবিবা এই নিগূঢ় মর্ম্মটী বুঝিতেন। তাঁহারা ঐ রীতিতে বচনা করিয়া কৃতর্থতা লাভও কবিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নব্য কবিবা এ মর্ম্ম বুঝেন না। তাঁহাবা কবিতাগুলিকে ইচ্ছা করিয়া এরূপ কঠিন কবিয়া তুলেন যে সহজে তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার যো থাকে না। এই কাবণে এখনকাব কাব্য গ্রন্থ গুলি প্রায়ই সহৃদয় ব্যক্তিদিগেব একান্ত অনাদৃত হইয়া থাকে। আমি সেই অনাদর দর্শন করিয়া প্রাচীন কবিদিগের পথের পথিক হইয়াছি।

নীতিবিষয়ক উপদেশ দান এ গ্রন্থের অন্যতর মুখ্য উদ্দেশ্য।……
১২৮১ সাল ৪ ঠা ভাদ্র।

রচনার নিদর্শন :—

যেমন বরিষা হলে পৃথিবীর তলে তলে
ধীরে করে সলিল প্রবেশ।
ইংরেজী সেই ভাবে দেখিলে দেখিতে পাবে
ছেয়ে নিল ক্রমে সব দেশ॥

বৈদিক ধরম ক্ষীণ হইতেছে দিন দিন
বাড়িতেছে ইঙরেজী দল।
ইঙরেজী শিখে যারা স্পষ্ট ভাবে বলে তারা
পাথরে পূজিয়া কি বা ফল॥
যাহা আলম্বিয়া ভব তব এত প্রাদুর্ভব
তার মূলে করিছে আঘাত।
জপ তপ দান ধ্যানে যাগ যজ্ঞে নাহি মানে
এ সকলে ভাবে উতপাত॥

... ...

কেমনে ভারত ভূমি জঠরে ধরিলে তুমি
এ সকল কুষ্মাণ্ড সন্তান।
তোমার এদের হতে নাহি দেখি কোন মতে
হবে কিছু শ্রেয়ের বিধান॥
যাহার দেখিতে পাই স্বজাতিতে প্রেম নাই
তার নাই স্বদেশের মায়া।
স্বদেশের মায়া বিনা বাজে না উন্নতি বীণা
নাহি কৃপা করে বিষ্ণুজায়া॥
যে দেখি এদের গতি ভারতের অধোগতি
কেন বা না হবে দিগম্বর।
স্বাধীনতা হারা হয়ে চির পরাধীন রয়ে
দুখভার বহিছে বিস্তর॥
আর না দেখিবে তুমি এমন উর্ব্বর ভূমি
স্বর্ণময় শস্যের আগার।
কিন্তু দেখ চমৎকার হেথা সদা হাহাকার
উদরান্ন জুটে উঠা ভার॥

বিদেশিরা এই দেশে দেখ শুধু হাতে এসে
করে কত ধনের সঞ্চয়।
লয়ে যায় ধনরাশি যতেক ভারতবাসী
ফেল ফেল করে চেয়ে রয়॥

৭। **উপদেশমালা,** ১ম ও ২য় ভাগ। ১২৯০ সাল।

ইহা পদ্যে রচিত পাঠ্যপুস্তক।

৮। **সাংখ্যদর্শন।** ইং ১৮৮৬। পৃ. ৩০০।

সাংখ্যদর্শন। মূল, ভাষ্য ও সরল অনুবাদ সহ সোমপ্রকাশ সম্পাদক সুবিখ্যাত পণ্ডিতবর ৺ দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। ৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা, ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন সোমপ্রকাশ যন্ত্রে, শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৯৩।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ ঃ—

সাংখ্যদর্শন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পরিতাপের বিষয়, যে মহাত্মা এত যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি ইহার মুদ্রাকার্য্যের শেষ ও প্রকাশিত হওয়া দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাহা হউক, পরলোক গমনের পূর্ব্বেই তিনি ইহার অনুবাদাদি সমুদায় শেষ করিয়া রাখিয়াছিলেন।···

*　　*　　*

১৩ নবেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' দ্বারকানাথ তাঁহার "প্রণীত" ও "প্রচারিত" কয়েকখানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে "প্রচারিত" পুস্তকখানি—"মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ···৸৹"।

'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' পুস্তকখানি দ্বারকানাথ কর্ত্তৃক "সম্পাদিত" হইয়া তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দুর্গাচরণ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।'

সংবাদপত্র পরিচালন

দ্বারকানাথ-প্রসঙ্গে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> বাঙ্গালা সাহিত্য যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট কতটা ঋণী তাহা বোধ হয় তোমরা ঠিক অনুভব করিতে পার না। তিনি রোমের ও গ্রীসের ইতিহাস বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন ; কিন্তু তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' বাঙ্গালা ভাষাকে ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে গৌরবশ্রী দান করিয়াছিল। সুন্দর সরল বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, পলিটিক্স, আলোচিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রকার ভাব প্রকাশ করিবার এরূপ ক্ষমতা আছে, ইহা পূর্ব্বে লোক ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৫৫।

'সোমপ্রকাশ'

'সোমপ্রকাশ' দ্বারকানাথের প্রধান কীর্ত্তি। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫) সোমবার ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বারকানাথ এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন ; ইহা প্রকাশের পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। 'সোমপ্রকাশে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি থাকিত :—

> প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

'সোমপ্রকাশ' প্রথমে কলিকাতায় চাঁপাতলার এক গলি হইতে প্রকাশিত হইত ; প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত :—

> এই পত্র প্রতি সোমবার চাঁপাতলা এমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেন ১ নং বাটী বাঙ্গলা যন্ত্রে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

"তখন সেই ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বদা পদার্পণ করিতেন; এবং পরামর্শাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করিতেন" ('রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ. ২৮৮)।

পরে মাতলা রেল খোলা হইলে 'সোমপ্রকাশ' চাংড়িপোতা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে "এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব, মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।" *

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি হইতে কর্ম্মবাহুল্যের দরুন দ্বারকানাথ 'সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদকীয় আসন হইতে কিছু দিনের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। ২ জানুয়ারি ১৮৬৫ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে:—

বিজ্ঞাপন।

আমি ক্রমে ক্রমে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছি। তন্নিবন্ধন, সোমপ্রকাশে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া আমাব পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমি আজি অবধি ইহাব সম্পাদকতা ভাব অন্য হস্তে সমর্পণ করিলাম। কিন্তু সোমপ্রকাশ আমাব প্রতিষ্ঠিত, ইহাব প্রতি আমার সবিশেষ যত্ন আছে, অন্য অন্য অবশ্য কর্ত্তব্য কর্য্যের অবিবোধে

---

* "১৮৫৬ সালে হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বীয় পুত্র দ্বারকানাথকে সহায় করিয়া একটী মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। করিয়াই তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন; এবং অল্প কালের মধ্যেই গতাসু হন। ঐ যন্ত্র হইতে দ্বারকানাথের লিখিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামক দুই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।"—শিবনাথ শাস্ত্রী: 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ. ২৮৬।

যতদূরসাধ্য সাহায্য দান দ্বারা ইহার উন্নতি সাধন চেষ্টায় কখন পরাঙ্মুখ হইব না।···

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

দ্বারকানাথ কিছু দিনের জন্য যাঁহার হস্তে 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন, তিনি মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ। ৫ জুন ১৮৬৫ তারিখে "সম্পাদককৃত বিজ্ঞাপন" প্রকাশিত হইয়াছে; তাহার নীচে "শ্রীমোহনলাল বিদ্যাবাগীশ সোমপ্রকাশ সম্পাদক" নাম পাইতেছি।

১৮৭৮ সনে ভার্ণাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট নামক আইন হইলে "রাজকোপে পড়িয়া সোমপ্রকাশের এক বর্ষ আয়ু ক্ষয় হইয়া" যায়। পরে ১৯ এপ্রিল ১৮৮০ (৮ বৈশাখ ১২৮৭) তারিখ হইতে "২৩শ ভাগ ১ম সংখ্যা" 'সোমপ্রকাশ' "নব কলেবর ধারণ করিয়া···কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত" হয়।*

'সোমপ্রকাশ'-প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন:—

> দেখিতে দেখিতে সোমপ্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।···যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তি-যুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাটাই সোম-প্রকাশের প্রভাবের মূলে ছিল।···তিনি সোমপ্রকাশে যাহা লিখিতেন তাহার এক পংক্তি কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেন না। লোক সমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা সংস্কারের অনুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয়-নিঃসৃত অকপট-ভাষাতে ব্যক্ত করিতেন। তাহাই ছিল সোমপ্রকাশের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণ এতদূর

* 'সোমপ্রকাশ' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকে (পৃ. ২৪৭-৫০) দ্রষ্টব্য।

প্রবল ছিল যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ কাগজের বার্ষিক মূল্য করিয়াছিলেন ১০৲ দশ টাকা, এবং তাহাও অগ্রিম দেয়।...ইহাতেও সোমপ্রকাশেব গ্রাহক সে সময়েব পক্ষে বহুসংখ্যক ছিল।

সোমপ্রকাশ যদিও ১৮৬৩ সালেব পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত এই কালেব মধ্যেই ইহার প্রভাব সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়; ইহা এক দিকে গবর্ণমেণ্টেব, অপব দিকে দেশবাসিগণেব দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।—'বামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ. ২৮৭-৮৮।

'কল্পদ্রুম'

১২৮৫ সালের ভাদ্র মাস হইতে দ্বারকানাথ 'কল্পদ্রুম' নামে একখানি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' ধারাবাহিক ভাবে প্রথমে প্রকাশিত হয়। অপটু স্বাস্থ্য লইয়া দ্বারকানাথ বেশী দিন 'কল্পদ্রুম' পরিচালন করিতে পারেন নাই। পাঁচ বৎসর—১২৯১ সাল পর্য্যন্ত চলিয়া ইহা লুপ্ত হয়।

শেষ জীবন

দ্বারকানাথ বহু সদ্গুণের অধিকারী ছিলেন। পাপের প্রতি তাঁহার দারুণ ঘৃণার বহু দৃষ্টান্ত আছে। তাঁহার পরোপকারিতা ও দানধ্যানাদির কথা সে-যুগে সর্ব্বজনবিদিত ছিল। তিনি স্বগ্রামের বহু উন্নতিসাধন করেন। তাঁহারই ব্যয়ে হরিনাভিতে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন :—

বার্দ্ধক্যে একটী বিষয়েব জন্য তাঁহাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখা যাইত। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজে ধর্ম্মেব শাসন ও ধর্ম্মের উপদেশ রহিত

হইতেছে বলিয়া দুঃখ করিতেন।…সাধারণ মানুষের ধর্ম্মোপদেশের সুবিধার জন্য তিনি নিজভবনে হরিসভা করিতে দিয়া কথকতা, পাঠ, শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ. ২৮৯।

দ্বারকানাথ এই সময়ে বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। স্বাস্থ্য-লাভের আশায় তিনি জব্বলপুরের অন্তর্গত সাতনায় গিয়া বাস করিতে-ছিলেন। তথায় ২২ আগস্ট ১৮৮৬ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।